অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

তারিখ ঃ ১৯-০৪-২০২২ (পৃঃ ০৭)

আশার দোলা ‘বঙ্গবন্ধু-১০০’

■ বিপুল সরকার সানি, *দিনাজপুর*

ধানের জেলা দিনাজপুরে প্রথমবারের মতো চাষ হয়েছে বঙ্গবন্ধু ধান-১০০। মুজিববর্ষে অবমুক্ত হওয়া ব্রি ধান-১০০ উচ্চমাত্রার জিঙ্কসমৃদ্ধ। জেলার বিরল উপজেলার পলাশবাড়ী ইউনিয়নের বড় বৈদ্যনাথপুর গ্রামে ৫০ একর জমিতে এই ধানের আবাদ হয়েছে। কৃষক মতিউর রহমান তার জমিতে উৎপাদিত ধান কাটা-মাড়াই করে দুই সপ্তাহের মধ্যে ঘরে তোলার স্বপ্ন দেখছেন। এই ধান পরীক্ষায় মানসম্মত প্রমাণিত হলে তা দ্রুত দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে চায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি)।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, আধুনিক উচ্চফলনশীল (উফশী) বৈশিষ্ট্যের ব্রি ধান-১০০ উচ্চ জিঙ্কসমৃদ্ধ। প্রতি কেজি ধানে ২৫ দশমিক ৭ মিলিগ্রাম জিঙ্ক মেলে। ফলে শিশুদের শরীরে জিঙ্কের চাহিদা পূরণে এ ধান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পাকলে এ ধানের রং হয় সোনালি। চালের রং সাদা। আকারে যা মাঝারি চিকন। অনেকটা নাজিরশাইল বা জিরা ধানের মতো। চালের গুণগত মানও খুব ভালো। ভাতও হয় ঝরঝরে।

সোমবার বড় বৈদ্যনাথপুর গ্রামে চাষ হওয়া ধানক্ষেতে দেখা গেছে, পুষ্ট দানায় ভরে আছে ধানগাছ। কোনো শীষ সবুজাভ রঙে আবার কোনোটি সোনালি আভা। ক্ষেতের মধ্যে স্থাপিত হয়েছে বিএডিসির সাইনবোর্ড। সংস্থাটি এ জমিতে উৎপাদিত সব ধানই কিনে নেবে। এ জন্য সঠিক মান বজায় রাখতে কর্মকর্তারা প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিচ্ছেন কৃষক মতিউরকে।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত ধানের মান ঠিক রয়েছে। ফলনও ভালো। ফলে এই জাতের বিপুল উৎপাদন নিয়ে আশাবাদী তারা।

দীর্ঘদিন ধরেই চাষাবাদে জড়িত মতিউর রহমান বলেন, ‘আমি বরাবরই নতুন নতুন জাতের ধান আবাদ করি। কারণ একটি জমিতে একই ধান বারবার রোপণ করলে সেই জমির উৎপাদনক্ষমতা ও রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমে যায়। এবার চাষ করেছি বঙ্গবন্ধু জাতের ধান। ফলন ভালো হয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় কথা, এ জাতের ধান ঘরে তুলতে সময় কম লাগছে।’

বিরলের বড়বৈদ্যনাথপুর এলাকায় ৫০ একর জমিতে চাষ হয়েছে বঙ্গবন্ধু-১০০ জাতের ধান ■ সমকাল

মতিউর রহমান বলেন, এখনও অনেকের ক্ষেতে ধান পরিপুষ্ট হয়নি। তিনি দুই সপ্তাহের মধ্যেই কাটা-মাড়াই সেরে ধান ঘরে তুলতে পারবেন। যে কারণে বৈশাখের শেষ বা জ্যৈষ্ঠের শুরুর ঝড়-বৃষ্টি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। এ ধান আবাদ করতে কীটনাশকও কম ব্যবহার করতে হয়েছে।

বিএডিসি সূত্র জানায়, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে ফেনীর ধান গবেষণা কেন্দ্রে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে উদ্ভাবিত হয় বঙ্গবন্ধু (ব্রি ধান ১০০) জাতের এই ধান। অন্যান্য ধানের বীজ বপন থেকে শুরু করে উৎপাদন পর্যন্ত প্রায় ১৬০ দিন সময় লাগে। অথচ এ জাতের ধানের ফলন পাওয়া যায় ১৪৫-১৪৮ দিনের মধ্যেই। তা ছাড়া হেক্টরপ্রতি এর উৎপাদন ৭ দশমিক ৮ টন, যা অন্যান্য ধানের তুলনায় বেশি। সাধারণত বোরো মৌসুমের ধানের বীজ শীতকালে বপন করতে হয় বলে অনেক ধান থেকেই চারা হয় না। নতুন জাতের এ ধানে তেমন সমস্যা নেই। প্রায় সব ধান থেকেই চারা গজায়। অন্যান্য ধানের ক্ষেতে ৪-৫ বার পর্যন্ত কীটনাশক-বালাইনাশক স্প্রে করতে হলেও এ জাতের ধানে তিনবার করলেই চলে।

বিএডিসি দিনাজপুর কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্সের উপপরিচালক কামরুজ্জামান সরকার বলেন, বঙ্গবন্ধু (ব্রি ধান ১০০) জাতের ধানে ফ্লাগ লিড ভালো থাকায় ফলন ভালো হয়। এই ফ্লাগ লিডের ওপর নির্ভর করে ধানের চিটার হার। চিটা হলে ফলন কম হয়। এখানে যে ধান উৎপাদন করা হয়েছে, তাতে ফলন মোটামুটি ভালো দেখা যাচ্ছে। কৃষক মতিউর রহমান ৫০০ কেজি বীজ সংগ্রহ করে ৫০ একর জমিতে চাষ করেছেন। ফলন ভালো পেতে ক্ষেত পরিচর্যার কাজে সহযোগিতা ও পরামর্শ দিচ্ছে কৃষি বিভাগ। এখানে যে ধান পাওয়া যাবে, তার মান ভালো হলে বীজ হিসেবে সংগ্রহ করে আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া হবে। এ কারণে তার উৎপাদিত সব ধানই কিনে নেওয়ার জন্য কৃষি বিভাগের নির্দেশনা রয়েছে।